

এবার এইচএসসির প্রশ্ন ফাঁসের আগাম ঘোষণা!

নুরুল আমিন

এবার এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘোষণা আসল। সরকার যখন প্রশ্ন ফাঁস
রোধে নরিয়া এবং বিষয়টি নিয়ে ঘরে-বাইরে প্রশ্নবাহণে বিতৃত, তখন প্রশ্ন ফাঁসের

সামাজিক যোগাযোগ
মাধ্যমে শতাধিক
অ্যাডমিন থেকে প্রশ্ন
ফাঁসের এমন ঘোষণায়
গোয়েন্দারা বিস্মিত,
জড়িতদের গ্রেফতারে
সাঁড়াশি অভিযান চলছে

এমন আগাম ঘোষণা অনেকটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে
দেয়ার মতো বিরল ঘটনা। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে
জড়িত বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ
মাধ্যমের শতাধিক অ্যাডমিন থেকে মিলেছে
বিস্মিত হওয়ার মতো এমন তথ্য, যা দেখে
গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারাও রীতিমতো
হতবাক।

এ প্রসঙ্গে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম
কমিশনার শেখ নাজমুল আলম সোমবার
যুগান্তরকে বলেন, যারা প্রশ্ন ফাঁসের এ
ধরনের আগাম ঘোষণা দিচ্ছে, তাদের
আইনের আওতায় আনতে কাজ করা হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় এসব পেজের অ্যাডমিনদের শনাক্ত করে তাদের
গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বিশেষজ্ঞারা বলছেন, মূল হোত্যাদের গ্রেফতার করতে না পারায় বেপরোয়া হয়ে
উঠেছে প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্রের সদস্যরা। ফলে এভাবে প্রকাশ্যে প্রশ্ন ফাঁসের আগাম
ঘোষণা দেয়ার দুঃসাহস পাচ্ছে তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরোধ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ড. জিয়া রহমান
যুগান্তরকে বলেন, 'আগাম ঘোষণা দিয়ে প্রশ্ন ফাঁস এটি তো ভাবাই যায় না। যদি
খবরটি সত্য হয় তাহলে এ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনো ভাষা আমার নেই। তবে
যারা এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে প্রশ্ন ফাঁস করছে তাদের বেন গ্রেফতার করা
যাচ্ছে না সেটাও আমার বোধগম্য নয়।

এদিকে সমালোচকদের অনেকে যুগান্তরের কাছে এমন মন্তব্য করেন যে, এ ঘটনার
জন্য শিক্ষামন্ত্রী তার দায় এড়াতে পারেন না। প্রথম থেকে যদি এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া
হতো তাহলে এত বাড়তে পারত না। অতীতে প্রশ্ন

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

প্রশ্নফাঁসের আগাম ঘোষণা!

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফাঁসের অভিযোগ উঠলে তিনি তা আশে নিতেন না। ওজন বলে উড়িয়ে দিতেন। এমনকি
শিক্ষামন্ত্রী কিয়দদিন আগে সাংবাদিকদের কাছে এও বলেন, তিনি যখন এসএসসি পরীক্ষা
দিয়েছেন তখনও এমন অভিযোগ ছিল। তারা বলেন, অন্য কোনো দেশ হলে এ দায় নিয়ে
শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে যেভাবে ব্যাখ্যা
দিচ্ছেন তাতে তিনি এখন অনেকটা নির্ভর।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন যেসব সামাজিক মাধ্যম থেকে ছড়ানো
হয়েছে, সেগুলোর অ্যাডমিন এখনও সচল রয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত এমন শতাধিক
অ্যাডমিন থেকে উত্তরপত্রসহ এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন শতভাগ কমন্সের নিচয়তা দিয়ে
পরীক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলছে। আকর্ষণীয় বাক্য লিখে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছে
তারা। আশ্রয়ী পরীক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে ওই সব পেজের সদস্য করা হচ্ছে। এমনকি
এসব পেজে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা নীতি-নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে টাকার বিনিময়ে
সদস্য হচ্ছেন। এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এটিকে ভয়াবহ আসক্তি উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা
এসব অপরাধীদের শেকড় উপড়ে ফেলতে যবাসমূহ সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু
অভিভাবকরা যদি সচেতন না হন তাহলে পুরো সমাজ ব্যবস্থায় পচন ধরবে। আমরা এক
সময় মৌখিক জাতিতে পরিণত হব।

সূত্র আরও জানান, চলমান পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন শুধু দেশ থেকে ফাঁস হচ্ছে এমন নয়। বিদেশ
থেকেও ফাঁস হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সামাজিক
যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং করে এমন চাকর্যাকর তথ্য হাতে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। তাদের
ধারণা, এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও ফাঁস হতে পারে। এমন
আশঙ্কাকে মাথায় রেখে প্রশ্ন ফাঁস রোধে আরও কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায় সে বিষয়ে
পর্যালোচনা অব্যাহত আছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলেন, দেশে এত কঠোর নজরদারির মধ্যেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। সে
ক্ষেত্রে তাদের ধারণা ছিল মধ্যপাচের সাতটা কেন্দ্রে এমনটি হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু
বাস্তবতা ভিন্ন। সেখানেও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। তাহলে ধরে নিতে হবে, প্রশ্ন
ফাঁসকারীরা শুধু দেশে নয়, একই পছন্দ বিদেশেও নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রাব-৩ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল এমরানুল হাসান যুগান্তরকে বলেন, 'আসন্ন
এইচএসসি পরীক্ষা গুরুত্ব আশ থেকেই রাব সামাজিক মাধ্যমগুলো মনিটরিং করে যাচ্ছে।
প্রশ্ন ফাঁস রোধে জড়িতদের গ্রেফতারে রাবের গোয়েন্দা নজরদারিও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সর্বমিলে সূত্রে জানা গেছে, এসএসসির লিখিত পরীক্ষার ১২-বিষয়ের প্রশ্নই ফাঁস হয়েছে।
পরীক্ষা চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে অসুত ১৫৩ জন। তাদের
জিজ্ঞাসাবাদে তদন্ত সর্মিলে কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি
অ্যাডমিন পরীক্ষা চলাকালে প্রায় ১০ লাখ টাকা করে হাতিয়ে নেয়।

এইচএসসির প্রশ্ন ফাঁস রোধে জড়িতদের পাশাপাশি যারা প্রশ্ন ফ্রেন্টা তাদেরও আইনের
আওতায় আনা হবে। এমনটি বলছেন পুলিশ ও রাবসর্মিলে কর্মকর্তারা। তারা মনে করেন
শেকড়ের সন্ধান করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। তবে কেউ যাতে অহেতুক হয়রানির
শিকার না হন সেদিকেও নজর রাখা হবে।